R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ ৩য় সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৮। ১লা জুন ২০১১ সাল। | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

জঙ্গিপুর হাসপাতালের সার্জিক্যাল আউটডোরে ঘেরাও ডাক্তারকে মুক্ত করলো পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালের সার্জিক্যাল আউটডোরে দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা ডাক্তার অনুপস্থিত থাকায় কিছু উত্তেজিত জনতা এক ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘন্টায় গত ২৪ মে। ভারপ্রাপ্ত অর্থপেডিক সার্জেন ডাঃ নির্মাল্য দাস সেখানে গেলে নানাভাবে তাঁকে ভর্ৎসনা করা হয় এবং উত্তেজিত জনতা তাঁকে আটক করে রাখে। ঐ বিভাগের এক প্রতিবন্ধী কর্মী জনতার হাতে লাঞ্ছিত হন। শেষে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ডাক্তারকে ঘেরাও মুক্ত করে। জানা যায়, জঙ্গিপুর শহরের এক বয়স্ক ব্যক্তি পড়ে গিয়ে মাজায় গুরুতর আঘাত পান। তাকে আউটডোরে নিয়ে এলেও দীর্ঘ সময় ডাক্তারের পাত্তা পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিকভাবে রোগীর আত্মীয়স্বজন উত্তেজিত হয়ে পড়েন। উল্লেখ্য, এই হাসপাতালে ডাক্তারদের ফাঁকিবাজি ও ডিউটি সম্বন্ধে সচেতন করতে নবাগত সুপার ডাঃ শাশ্বত মণ্ডল সম্প্রতি এক নির্দেশ জারী করেন। সকাল ৯ টার মধ্যে ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মীদের হাসপাতালে উপস্থিতি এবং বেলা ১.৩০ পর্যন্ত আউটডোরে বা অন্যান্য ডিউটি পালনে যত্ন নিতে বলেন। এই নির্দেশের বিরোধিতা করে সব কিছু যেভাবে চলছে সেইভাবেই চলবে বলে কয়েকজন ডাক্তার সুপারকে চ্যালেঞ্জ করেন। উত্তরে সুপার ডাঃ শাশ্বত মণ্ডল যাঁরা এই নির্দেশের বিরোধীতা করবেন তাদের নাম নথীভুক্ত করে স্বাস্থ্য দপ্তরে পাঠিয়ে দেবেন বলে নাকি ডাক্তারদের পরিষ্কার জানিয়ে (শেষ পাতায়)

ব্যাঙ্ক উদ্বোধনকে ঘিরে আবার কংগ্রেসীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, এক পক্ষের অনুষ্ঠান বয়কট

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহর এলাকার আশপাশে স্থানীয় সাংসদ প্রণব মুখার্জীর তৎপরতায় এখন ব্যাঙ্কের ছড়াছড়ি। গত ২৮ মে আবার একটা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করে গেলেন ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী রঘুনাথগঞ্জে। আগের আগের অনুষ্ঠানের মতো এবারও প্যাণ্ডেল ও টিফিন প্যাকেটের দায়িত্ব নিয়ে কংগ্রেসীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিলো। এ সব কিছুর দায়িত্ব আদায় করেন কংগ্রেস নেতা মুক্তিপ্রসাদ ধর। এ প্রসঙ্গে মুক্তি জানান – প্রণব মুখার্জীর একান্ত ঘনিষ্ঠ সৈনিক শেঠ আই.ডি.বি.আই এর হেড অফিস মুম্বাই থেকে প্যাণ্ডেল ও টিফিন প্যাকেটের দায়িত্ব আদায় করে বহরমপুরের প্যাণ্ডেলওয়ালাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই খবর পেয়ে আমি ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে সব কিছুর দায়িত্ব নি এবং স্থানীয় সাতজন ডেকোরেটারের মধ্যে কাজটা ভাগ করেদি। একইভাবে ২৫০০ প্যাকেট কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন কিছু বেকারদের মধ্যে ভাগ করেদি। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ প্যাকেট পিছু ৮০.০০ টাকা ধার্য্য করে। মুক্তি জানান – উপস্থিত ২৫০০ লোকের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে প্যাকেট বন্টনও হয়। তবে ব্যাঙ্কের স্টাফেরা কিছু অতিরিক্ত কুপন বিলি করায় শেষের দিকে কিছু প্যাকেটের ঘাটতি পড়ে। তবে এরজন্য কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। (শেষ পাতায়)

সিপিএমের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে দলেরই লোক

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের কাবিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান স্বপন আবেদিন মদ্যপ হয়ে পড়ায় প্রতিক্ষেত্রে দলের ক্ষতি করে চলেছেন বলে ঐ দলের কয়েকজন ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরফলে দলের সাংগঠনিক কাজকর্মও বিশেষভাবে মার খাচ্ছে। জঙ্গিপুরের প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ জয়নাল (শেষ পাতায়)

অভিনব উপায়ে মদ বিক্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের পিয়ারাপুর এলাকার এক ফাঁকা মাঠে সন্ধ্যের দিকে অভিনব উপায়ে মদ বিক্রী চলছে অনেকদিন ধরে। রাস্তার ধারের এক চায়ের দোকানদার মদের বোতলের গায়ে কাষ্টমারের নামসহ পরিমাণ মতো সাইজের বোতল নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে আসছে। চায়ের দোকানের খরিদাররা গল্প করতে করতে (শেষ পাতায়)

চরম অব্যবস্থার মধ্যে জঙ্গিপুর কলেজে পরীক্ষা শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে ৩০মে '১১ থেকে শুরু হয়েছে বি.এ., বি.এস.সি. পরীক্ষা। ধুলিয়ান থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসে নিজের সীট খুঁজে না পেয়ে অনেকে কেঁদে ফেলেন। নোটিশ বোর্ডে যে ঘরে যে নম্বরের সংখ্যা লেখা আছে, ঘরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে তা নেই। ফলে বেলা ১০-১০ এ চরম হুড়োহুড়ি, দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়। একটা বেঞ্চে ৪/৫ (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪১৮

নজরুল স্মরণে

বাংলার প্রাণের কবি, চির তারুণ্যের উদ্‌গাতা, সামাজিক অন্যায়-অবিচার-কুসংস্কারে বিদ্রোহী যোদ্ধা, কোমল প্রেমের পসারী ও সাধকোত্তম ভক্তহৃদয়ের কবি কাজী নজরুল ইসলামের গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ জন্ম দিবস পালিত হইল। কঠোরে কোমলে নানা বৈপরীত্যের এই 'বিস্ময়'-কে আমার অন্তরের প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে, পরাধীন ভারতবর্ষের গ্রামবাংলার একটি অতি সাধারণ ঘরের সন্তান, যাঁহাকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করিবে রুটির দোকানে ময়দা ঠাসিবার কাজ লইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়, যিনি অভাবের তাড়নায় একাধিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, যিনি দশম শ্রেণীতে পাঠকালে যুদ্ধে যোগদান করেন, সেই নজরুল উত্তরকালে বাংলার সাহিত্য অঙ্গনে ধূমকেতুর মত কবি হিসাবে আবির্ভূত হইলেন। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রাখর্যের মধ্যেও নজরুলের কবিপ্রতিভা স্তিমিত হয় নাই। 'বল বীর / চির উন্নত মম শির।' – আত্মমর্যাদাবোধের এই যে কবির উদাত্ত আহ্বান, তাহা তখনকার দিনের যুবসমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। নৈরাশ্যপূর্ণ যুবমন যেন এক প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস লাভ করিল কবির বাণীতে – 'তোমাতে জাগেন যে মহামানব, তাঁহারে জাগায়ে তোলো।' ..... 'তুমি অমৃতের পুত্র অজেয়, নিজে ভগবান কহে' ..... 'তুমি হতে পার কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামানুজ, শঙ্কর, / প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, সিরাজ, রাণাপ্রতাপ, আকবর।' তাঁহার লেখনী অবিশ্রান্ত ভাবে সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আবার তাহা চির তারুণ্যের জয়গানে মুখর হইয়া উঠিল। অপরপক্ষে প্রেমের কোমললতা ও রোমান্টিকতায় পরিপূর্ণ তাঁহার কবিমন অজস্র গানের মধ্য দিয়া বাংলাসাহিত্যের সঙ্গীত ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন সাহিত্যাকাশে প্রখর দীপ্তি ছড়াইতেছিল, তখন দুখু মিয়া (কবি নজরুলের ডাক নাম) আপন কাব্যিক বৈশিষ্ট্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইসলামের ধর্মের মর্মবাণী তাঁহার লেখায় যেমন প্রকাশিত, তেমনই হিন্দুধর্মের মধ্যেও তাঁহার বিচরণ এক বিস্ময়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল রসনা / রাধা রাধা বল', 'ওরে নীল যমুনার জল, / বল না আমায় বল, / কোথায় ঘনশ্যাম' প্রভৃতি সঙ্গীত পরম বৈষ্ণব সাধকের পদ। আবার 'বল রে জবা বল, / কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল।' 'মহাকালের কোলে বসে / গৌরী হল মহাকালী।' প্রভৃতি বিশিষ্ট শক্তি সাধকের সাধনগীতি নরনারীর হৃদয়ের যে প্রেমাবেগ, নজরুলের গানে তাহার অজস্র প্রকাশ। তাঁহার ঠুংরি ও গজল ঠাটের প্রেমবিষয়ক রাগাশ্রয়ী গাণগুলি বিস্মৃত হইবার নয়। এই কারণে 'নজরুল গীতি' বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশিষ্ট সম্পদ।

কবি নজরুল 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)কে অগ্রজতুল্য বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে

– সাধন দাস

রবীন্দ্রনাথের যেমন একজন 'জীবন দেবতা' ছিলেন, আমাদেরও তেমনি একজন 'জীবন দেবতা' আছেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। আমাদের হৃদয়ের 'গোপন বিজন ঘরে' অন্তহীন প্রচেষ্টায় তিনি আমাদের 'অশেষ' করে চলেছেন প্রতিদিন। তাই আমরা ফুরিয়ে গিয়েও, নব নব জীবনরসে নিরন্তর পূর্ণ হয়ে উঠছি।

যে দুর্যোগের রাতে ঝড়ের দাপটে আমার দুয়ারগুলি ভেঙে পড়ে, দুঃখ-তাপে ব্যথিত-চিতে জীবনের দুঃসহ বহ্নিজ্বালা সহ্য করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, আমার নিভৃত প্রাণের দেবতা তখনই আমাকে দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নেয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা যেমন অলক্ষে বসে গেঁথে চলেছিল নানা রবীন্দ্রনাথের (৩য় পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী/

৭০ বৎসরের বয়োবৃদ্ধ হয়েও দিদি সম্বোধন করছি। যেভাবে প্রতিদিন প্রশাসনে নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের রাজ্যের বহু সমস্যা। আগামী ৫ বছরে এ সমস্যার সমাধান হবে কিনা জানি না। তবে একটি তীব্র সমস্যা মালদহ-মুর্শিদাবাদ ও নদীয়াকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সেটা হচ্ছে গঙ্গা-পদ্মা ও ভাগীরথী নদী ভাঙ্গন। এই জ্বলন্ত সমস্যাকে প্রতিরোধ করতে নদী সেচ ও জলপথ দপ্তরকে দয়া করে একটা ধাক্কা দিন। দপ্তরটি কুম্ভকর্ণের ঘুমে আচ্ছন্ন। এই প্রসঙ্গে বলি ভারতের মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর নির্বাচন ক্ষেত্র জঙ্গীপুর পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডভুক্ত গ্রাম ধনপতনগর ভাগীরথী নদী ভাঙ্গনে বিপর্যস্ত। গ্রামটি দলিত তফশীল চাঁই সমাজের। এই গ্রামেই আলকাপের প্রবাদ পুরুষ ঝাঁকসু ওরফে ধনঞ্জয় মণ্ডলের স্মৃতি রয়েছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের "মায়ামৃদঙ্গ" উপন্যাসে সে উপজীব্য।

তুলসীচরণ মণ্ডল, ধনপতনগর

উন্নত রেল ও বাস পরিষেবা চাই

সংখালঘু অধ্যুষিত পিছিয়ে পড়া মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমাবাসী স্বাধীনতার ৬২ বছর পরেও উন্নত রেল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। রঘুনাথগঞ্জ শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের ওপর দিয়ে যাতায়াতকারী অধিকাংশ ট্রেনই অনেক রাতে। বিত্তবান লোক ছাড়া সিংহভাগ যাত্রীকেই রিক্সা বা ট্রেকারের ওপর নির্ভর করতে হয় বর্ষা শীত মাথায় নিয়ে। এখানে সকালের দিকে কলকাতা যাওয়ায় ট্রেন একটিই – মালদা টাউন – হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। বর্তমান বছরে রেল বাজেটে জঙ্গিপুর – শিয়ালদহ নামে একটা নতুন ট্রেন চালুর কথা ঘোষণা হলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবে রূপ নেয়নি। 'গরীবরথ' এক্সপ্রেস দিনের বেলায় এখান দিয়ে গেলেও জঙ্গিপুর রোড স্টেশনে স্টপেজ নেই। উন্নত পরিষেবার সব কিছু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত জঙ্গিপুর এলাকার বহু মানুষকে তাই বাসযোগে কলকাতা যেতে বাধ্য হতে হয়। রঘুনাথগঞ্জ ডাকবাংলা থেকে সি.এস.টি.সি-র একটি বাস সকালে ছাড়লেও নিয়মিত চলাচল করে না। যার ফলে যাত্রীদের হয়রানি বাড়ে। সড়ক ও রেলপথে উন্নত যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা আর কতকাল উপেক্ষিত থাকবো ? আমাদের এলাকার সাংসদ বা বিধায়কের কি কিছুই করার নেই ?

কাশীনাথ ভকত, রঘুনাথগঞ্জ

অভাগী ভারত মাতার আশা-ভরসা

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

পরাধীনা শৃঙ্খলিতা ভারত মাতা ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট তারিখে সসন্তানগণ কর্ত্তৃক শৃঙ্খলমুক্তা হইবার সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যে ভারত মাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান ও জাতির জনক বলিয়া কথিত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মাখনের মত পঁচিশ কড়া না হইলেও মাত্র ৫৫ কোটি টাকার ব্যাপারে কোনও গোঁয়ারের কোপে পড়িয়া মাখনের বড় মামার ভবিষ্যৎ বাণীর সফলতা প্রমাণ করিয়া রাজলক্ষ্মী ভারতমাতার সমস্ত আশা ভরসার শোকাবহ পরিণতি ঘটাইয়া গিয়াছেন। গান্ধীজি যখন বুঝিতে পারিতেন তিনি খুব ভুল করিয়াছেন, তখন বলিতেন আমি হিমালয় পর্ব্বতের মত প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছি।

ভারত স্বাধীন হইয়াছে প্রায় ১২ বৎসর হইল। গান্ধীজি মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস পরেই আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। এখন যেমন কোনও রাজ-পুরুষ কোথাও গেলে বা সভা সমিতিতে যোগ দিলে রাস্তা সুরক্ষিত করা হয়, পুলিশ দিয়া সভাস্থলে তাঁহাদের জীবনের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, গান্ধীজির সম্বন্ধে তেমন সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। যাঁহারা তাঁহার 'ফিলজফি' মানিয়া চলেন তাঁহারাও তাঁহার সব কথা নিজেদের সুবিধার জন্য অমান্য করিতে দ্বিধা করিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় তিনি ভারতের মত গরীব দেশের কোন সরকারী কর্ম্মচারী ৫০০ টাকার অধিক মাসিক বেতন লওয়া উচিত নয় বলিয়াছিলেন। আমরা যতদূর জানি পশ্চিম বাঙলার প্রাক্তন গবর্ণর স্বর্গীয় ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ভিন্ন গান্ধীজির এই মত কেহই মান্য করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

স্বাধীনতার প্রায় বার বৎসর হইল। পণ্ডিত জহরলাল বরাবরই প্রধান মন্ত্রী আছেন। কাশ্মীরে হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (৩য় পাতায়)

পরিবর্তন চাই

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আসুন; ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ-যুবা, ছোট-বড় একসাথে এগিয়ে আসুন। আসুন আমরা একসাথে পরিবর্তন চাই। শুধু রাজনৈতিক রং এর পরিবর্তন নয়, রাজনৈতিক চেতনার পরিবর্তন চাই। দলতন্ত্রের পরিবর্তন, ব্যক্তিতন্ত্রের পরিবর্তন, গণতন্ত্রের সপক্ষে পরিবর্তন চাই। অমুকের ছেলে, তমুকের পরিবারের হওয়াই রাজনৈতিক যোগ্যতার পরিবর্তন চাই। নাঃ বামপন্থার নয়, বামপন্থীদের পরিবর্তন চাই। অতিনাটকীয় রাজনৈতিক কীর্তিকলাপের পরিবর্তন চাই, বাস্তববাদী ও জনমুখী রাজনীতিবিদ চাই। একে অপরের প্রতি খিস্তি খেউর নিক্ষেপের পরিবর্তন চাই, সর্বত্র শালীনতা ও সততার বিশ্বাস চাই। আসুন এমন একটা পরিবর্তিত পরিবেশ চাই, যেখানে শুধুমাত্র রাজনীতির জন্য শিল্পায়ন বন্ধ হয় না। যেখানে মানুষ নিজেদের অধিকার নিজেরাই দাবী করে, যেখানে পথ-ঘাট কেটে দেওয়া নয় ; নিজের অঞ্চলের উন্নয়ন নিজেরাই ঠিক করতে পারে। এমন পরিবর্তিত ব্যবস্থা চাই যেখানে সারাবছর কোন না কোন চাকরীর পরীক্ষা হবে; প্রত্যেক যুবক শিক্ষা গ্রহণ করে জীবিকা অর্জনের প্রস্তুতি নেয়। প্রত্যেক হাত যেন কাজ খুঁজে পায় রং বিচার না করেই ; নেতার 'চিরকুট' না জোগাড় করেই যেন কাজের সুযোগ জোটে। শিক্ষার পরিবর্তন চাই – 'শিক্ষা ভিক্ষা কিমবা ক্রয় নয়, অর্জন করার মানসিকতা চাই। চারিদিকে লাশের বদলে লাশের স্লোগানেরও পরিবর্তন চাই, শান্তি বজায় রাখার প্রতিশ্রুতির পালন চাই, আর হ্যাঁ দেয় প্রতিশ্রুতি পালনের পরেই নতুন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার রেওয়াজ চাই। শিলান্যাসের লক্ষ্যে লক্ষ-কোটি টাকা নয়ছয় এর পরিবর্তন চাই, প্রত্যেক 'শিলা' বাস্তবে পরিণত করার বাস্তবতা চাই। সত্তরের দিন ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার পরিবর্তন চাই, আমার রাজ্য সৌহার্দ্যের প্রতীক হবে, এই আশ্বাস চাই। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রণিক মিডিয়ার পক্ষপাতদুষ্টতার পরিবর্তন চাই, 'পেইড্ চ্যানেলের' অসম্মান বর্জনের দৃঢ়তা চাই। নিজেদের মতো ব্যাখ্যা দিয়ে ঘটনার পর্যালোচনা করে অল্পশিক্ষিত দরিদ্র মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তন চাই। ব্যবসার স্বার্থে নয়, বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে সংবাদ পরিবেশনের ধারাবাহিকতা চাই। মাওবাদ ও মাওবাদী সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণার মধ্যে নাটকের পরিবর্তন চাই, ওদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় আনয়নের সৎ প্রচেষ্টা চাই। বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের কার্যকলাপ কদর্জ রাজনৈতিক অন্ধকার পরিবর্তন চাই। সুবুদ্ধি ও শৈল্পিক চেতনা আমাদের পাথেয় হবে এই কামনা চাই। শুধু পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তন নয়, বিবর্তনের পথে জনজীবন দেখতে চাই। বোমা-গুলি-রাইফেলের ছড়াছড়ির পরিবর্তন চাই, ফুলের তোড়া হাতে যৌথবাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখতে চাই, সংগঠনের নামে অধিকারবোধের বিপথগমনের পরিবর্তন চাই; সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সুরক্ষা স্থাপন দেখতে চাই। পুলিশ ও প্রশাসনের উপর নেতা মন্ত্রীদের অঙ্গুলীহেলনের পরিবর্তন চাই, প্রশাসন-পুলিশকে হাত বাড়ালেই বন্ধু হিসেবে ভাবতে চাই। টাকার থলে নিয়ে 'সবজি বাজার যেতে হবে' এ দুঃস্বপ্নের পরিবর্তন চাই। প্রত্যেক দরিদ্র, বিধবা, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ভাতার সমবন্টনের স্বপ্ন দেখতে চাই। আমি মা, আমি মাটি – আমিই মানুষ, এই বিশ্বাসের পরিবর্তন চাই; আমিত্বের অহং এ মানুষের মা, মাটি থেকে আলাদা হবে না এ প্রত্যয় চাই।

প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে (২য় পাতার পর)

একখানা মালা, আমাদের জীবনদেবতাও তেমনি আমাদের সমগ্র জীবন প্রবাহকে সুরের বাঁধনে একসূত্রে বেঁধে দেয়।

জন্ম থেকে দুঃখ-সুখের নানান চড়াই-উৎরাই পেরোতে হয় আমাদের। পাড়ি দিতে নদী কতোবার হাল ভাঙে, ছিন্ন হয় পালের কাছি, রুক্ষ দিনের দুঃখস্রোতে কতোবার বিপন্ন হয় এই জীবন, তবু দুঃখজয়ের অভয়মন্ত্র নিয়ে নিরন্তর গানের তরণী ভাসিয়ে দেন তিনি। তাঁর গানের ভিতর দিয়ে যখনই এই ভুবনখানি দেখি, তখনই ছোট ছোট দুঃখগুলো, মৃত্যুগুলো মহাজীবনের এক অপার্থিব আলোকধারায় অদ্ভুতভাবে আনন্দময় হয়ে ওঠে। ছোটখাটো দুঃখগুলো তখন সেই প্রবল আলোর স্রোতে কোথায় ভেসে যায়, খুঁজে পাই না। পরিচিত জগৎটা 'অন্যরকম' হয়ে ওঠে। নতুন করে বাঁচার ইচ্ছে হয়।

রবীন্দ্রনাথের গান এক নিভৃত অনুভব। উপনিষদের নির্যাস নিঙড়ে তার নির্মাণ বলেই বোধ হয় 'বিশ্বসাথে' তার এত যোগ। যখন 'নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে' তার আঁধার কেশভার বিছিয়ে দেয়, তখন সকল পথের চিহ্ন যায় ঘুচে, সকল বাঁধনও ছিন্ন হয়, 'মৃত্যু আঘাত লাগে প্রাণে' আর তখনই তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।' অনন্তের এই স্পর্শটুকুর জন্যই ডাকঘরের অমল জানলা খুলে অপেক্ষায় থাকে। রক্তকরবীর রাজা লোহার জাল ছিঁড়ে নন্দিনীর হাত ধরে বেরিয়ে আসতে চায়। এই পরশটুকুর জন্যই মাতাল সমীরণে সবাই বনে গেলেও পরম প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় কেউ কেউ রয়ে যায় এই নিরালায় আপন ঘরের কোণে। নিজের ঘরটিকে বহু যত্নে ধুয়ে মুছে জেগে থাকতে হয় 'কি জানি সে আসবে কবে' তারই প্রতীক্ষায়। আর সেই পরমখণে যখন 'হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে, তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে', তখনই 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' 'অন্তরতম চিরসখা' ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। হৃদয়ের সঙ্গোপন অনুভবে।

আমাদের জীবন কাটে প্রয়োজনের জগতে স্থূল রক্তমাংস কৃমিকীট ঘেঁটে। অপ্রয়োজনের জগতে অহৈতুকী আনন্দকে উপলব্ধি করার মানসিক প্রসারতা কোথায় ? রবীন্দ্রগানে সেই ব্যাপ্তির আনন্দ আমাদের মুক্তির আলো এনে দেয়। এই মুক্তি ছড়িয়ে আছে ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে, সর্বত্র। জীবনকে দেখার এই প্রসারিত দৃষ্টি তিনিই তো দিয়েছেন আমাদের। তাঁর জন্ম নেই, তাঁর মৃত্যুও নেই। তাঁর পরশ লেগেই আঁধারের গায়ে গায়ে ফুটে ওঠে অজানা নক্ষত্রের দল, শুনতে পাই – আকাশ জুড়ে সকল তারার মঝে ধ্বনিত হয় তাঁরই নাম।

ছাত্রীদের অবাধ মেলামেশা আজও অব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের কিছু বেরায়া ছাত্রীর স্কুল ড্রেসে ছেলেদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা যেমন চলছিল তেমনি আছে। অন্যদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা বা সিথিলতায় কোন পরিবর্তন আসেনি। বালির চড়ে নির্জন এলাকায় মেয়েদের নগ্ন মেলামেশা কে রুখবে ? জঙ্গিপুরের এস.ডি.পি.ও. একটু দেখুন।

বাসের যোগ্য জায়গা বিক্রী

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকায় রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যে বসবাসের উপযোগী প্রায় চার শতক জায়গা বিক্রী আছে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ খাম পত্রিকা দপ্তরে জমা দেবেন। দালাল নিস্প্রয়োজন।

অভাগীর ভারতমতার আশা-ভরসা (২য় পাতার পর)

বিরতির আদেশ দিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়া কত যে হিমালয় সদৃশ প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছেন তাহা একবারও স্বীকার করেন নাই। উচ্চ কণ্ঠে তাঁহার দীর্ঘকালের অকৃত্রিম বন্ধু সেখ আবদুল্লার উচ্চ প্রশংসা করিয়া শেষ অবধি বুঝিয়াছেন যে তাঁহার সিদ্ধান্ত ভুল – তবুও ভুল বলিয়া একবারও স্বীকার করেন নাই।

সব চেয়ে দুঃখের কথা স্বাধীনতার দিন না হউক র‍্যাডক্লিফের ভাগ বাটোয়ারার পর হইতে জলপাইগুড়ির যে বেরুবাড়ী ইউনিয়ন ভারতের অংশরূপে আছে হঠাৎ পাকিস্থানের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ নুনের সহিত ভারতবাসিগণের নিকট অজানিত চুক্তি করিয়া সেই বেরুবাড়ীর এক প্রকাণ্ড অংশ পাকিস্থানের সদয় হস্তে অর্পণ করার পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাতে একা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ নহে সমস্ত ভারতই গণতন্ত্রকে নিজের খোস খেয়ালতন্ত্রে পরিণত করিয়া ভারতীয় সংবিধানে নিন্দনীয় অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। এখনও নিজের ক্ষমতা বহির্ভূত বলিয়া রাষ্ট্রপতির মারফতে ভারতের সুপ্রিম আদালতে পর্যন্ত জিদ জাতে বজায় থাকে তাহার পূর্ণ তদ্বির করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

গত সোমবার পশ্চিম বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী (যাঁহার উভয় আইন মণ্ডলীই এক বাক্যে প্রধান মন্ত্রীর বে-আইনী আবদার অগ্রাহ্য করিয়াছে। তাঁহার বাসভবনের সম্মুখে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোরে বহু মান্যগণ্য হৃদয়বান ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাটি বক্তৃতা করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন ভারতের এক ইঞ্চি ভূমি অন্য বিদেশী রাজ্যকে অর্পণ করিলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভারত সরকারকে ক্ষমা করিবে না।

হায় মা ছিন্নমস্তা ভারত তোমার অদৃষ্টে আরও কি আছে তাহা বিধাতাই জানেন।

(প্রকাশকাল : ১৩৬৬)

তৃণমূলের হাসপাতালে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ টাউন তৃণমূলের পক্ষ থেকে হাসপাতালের সুপারের কাছে কয়েক দফা দাবীর ভিত্তিতে গত ২৬ মে ডেপুটেশন দেয়া হয়। উল্লেখযোগ্য দাবীর মধ্যে ছিল – ১) অবিলম্বে রোগীদের খাবারের মান উন্নত করতে হবে। ২) নির্দিষ্ট সময়ে এসে ডাক্তারদের আউটডোর ডিউটি করতে হবে। ৩) সমস্ত ডাক্তারকে সরকারী নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে। ৪) নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম ও আইডেনটিটি কার্ডসহ ডাক্তারদের ডিউটি করতে হবে। ৫) অবিলম্বে হাসপাতালের ভিতর থেকে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড তুলতে হবে ইত্যাদি।

চরম অব্যবস্থার মধ্যে জঙ্গিপুর (১ম পাতার পর)

জন বসে। কোনও রোল সিট নেই। জায়গা কম। ৫৮০ থেকে বেড়ে ১২০০ ছাত্র/ছাত্রীর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার কথা বলেন কলেজের অধ্যক্ষ আবু সুকরানা মণ্ডল। তিনি কয়েকজন প্রতিবাদী অভিভাবকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে জানা যায়।

মুক্তি আরো জানান – আমরা একসময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এই সব কাজের দায়িত্ব এমন কিছু বেকার ছেলেদের দেয়া হবে যারা দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অথচ দুঃস্থ। ঐ কথা মাথায় রেখেই কাজ করা হয়েছে। এ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন মুনাফা হয়নি। এটা কেউ প্রমাণ করতে পারলে আমি আর এসবের দায়িত্ব নেব না। কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতারা উমরপুরের এক হোটেল মালিককে নিয়ে এই অর্ডার ধরার জন্য কোলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন।" রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক সভাপতি অরুণ সরকার এ প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য করেন নি। শরীর অসুস্থ থাকায় অনুষ্ঠানে যেতে পারেননি বলে জানান কয়েকজন কংগ্রেসী কাউন্সিলার, পার্টি অফিসের হোলটাইমার, কিছু সক্রিয় কর্মী মুক্তি ধরের স্বৈরাচারী কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে তারা ঐ সভা বয়কট করেন বলে জানা যায়।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –

তাই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

পুরসভায় কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা মহিলা সেলের সভাপতি মৌসুমী বেগম ও ধুলিয়ান টাউন কংগ্রেস সভাপতি কাশীনাথ রায়ের নেতৃত্বে গত ৩০ মে ১২ দফা দাবীয় ভিত্তিতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন দেন। প্রধান দাবীগুলো ছিল – ১) অবৈধ কর্মী নিয়োগ বাতিল করতে হবে। ২) ওয়ার্ডগুলোতে পক্ষপাতিত্বমূলক কাজ বন্ধ করতে হবে। ৩) প্রতিটি ওয়ার্ডে সুষ্ঠুভাবে পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে। চেয়ারম্যান সুন্দর ঘোষ ২০১১-র ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে সুষ্ঠুভাবে পানীয় জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন।

সিপিএমের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে দলেরই লোক (১ম পাতার পর)

আবেদিনের পুত্র স্বপন গ্রাম্য সালিশি বা বিচারের সুষ্ঠু সমাধান না করে মজলিশী বন্ধুদের প্রভাবে একপেশে নীতি নিয়ে দলের বিরাগভাজন হচ্ছেন বলে খবর। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজারামপুর হাই স্কুলের এক শিক্ষক সিপিএম থেকে দাঁড়াতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু স্বপনের কাকা মহসীন বিশ্বাস এতে বিরোধীতা করেন। শেষে দু'জনে প্রার্থী হয়ে কেউই জিততে পারেন না।

পেচ্ছাবের নাম করে অন্ধকার মাঠে গিয়ে লাইটারের আলোয় বোতলের গায়ে নাম ও পরিমাণ দেখে নিয়ে সেবন করে চলে আসছে। এই কায়দায় ওখানে দুনিয়ার মাতাল এক হও – এর প্রশিক্ষণ চলছে নিয়মিত। আবগারি দপ্তর গাড়ীর অভাব, কর্মীর অভাব ইত্যাদির অজুহাতে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

দেন। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, সিপিএমের ছত্রছায়ার এখানকার এক নার্সিংহোমের পার্টনার তাপস ঘোষ ও এস.ডি.ও. অফিসের কর্মী সুকুল দেওয়ানের স্ত্রী বিউটি দেওয়ানের দায়িত্বে রোগীদের মধ্যে অতি নিম্নমানের খাবার সরবরাহ চলছে দীর্ঘদিন ধরে। সেখানে ৪০০ রোগীর মধ্যে চিকিৎসার প্রয়োজনে নিয়মিত ৫০/৬০ জনের ডায়েট বন্ধ থাকে। অথচ ৪০০ জনেরই নাকি বিল করছে ঠিকাদাররা বছরের পর বছর। ৬ জন সিকিউরিটি গার্ড ও ১ জন সুপারভাইজার কয়েক মাস ধরে কাজ না করলেও তাদের মাইনার বিল যথারীতি মাসে মাসে হয়ে যাচ্ছে। একইভাবে দুর্নীতি চলছে এ্যাম্বুলেন্স ও গাড়ী ভাড়ায়। দীর্ঘ সময়ের এইসব দুর্নীতি বর্তমান সুপার ধরে ফেলায় তিনি অনেকের চক্ষুশূল হয়ে পড়েছেন। জঙ্গিপুর হাসপাতালের ইনডোর বিভাগ দেখভালের জন্য ডেপুটি সুপারের নতুন পদে যোগ দিয়েছেন ডাঃ মিসেস নস্কর।

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ

(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)

আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে "স্বর্ণালী পার্লসের" মুক্তোর গহনা।

: জ্যোতিষ বিভাগে :

অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।

শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।

(অগ্রিম বুকিং করুন)

Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088

PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।